আমার ফাঁসি চাই

মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টু

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক সরকারীভাবে সন্ত্রীক অবাঞ্ছিত ঘোষিত

আমার ফাঁসি চাই

আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের দুই মুক্তিযোদ্ধা। বাঁদিক থেকে 'আমার ফাঁসি চাই' গ্রন্থের লেখক মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টু এবং তার যুদ্ধের সাথি মুক্তিযোদ্ধা আবুল হোসেন (বাবুল আজাদ)। এই ছবিটি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তোলা।

এই ছবিটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

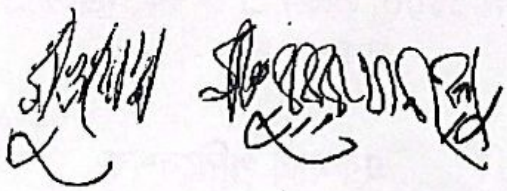

মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টু

স্বর্ণলতা ও বনলতা প্রকাশনী

সূচিপত্র

৬৯-এর গণআন্দোলন, ৭০-এর নির্বাচন, স্বাধীনতা ঘোষণা, মুক্তিযুদ্ধ, সিরাজ সিকদার হত্যা, একদলীয় শাসন, শেখ মুজিব হত্যা, খন্দকার মোশতাক রাষ্ট্রপতি, জেল হত্যা, ৩রা নভেম্বর অভ্যুত্থান, ৭ই নভেম্বর সিপাহি বিপ্লব।

৭ই মার্চের ভাষণ ২১
ভারতে পলায়ন ৫০
বাঘা সিদ্দিকীর কাছে যাওয়া ৫৫
প্রতিবাদ যুদ্ধ ৬১
যুদ্ধে পরাজয় ৭৭
হারিয়ে যাওয়া শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা ফিরিয়ে আনা ৮১
রাজনীতিতে শেখ হাসিনা ৮৪
এই জিয়া সেই জিয়া নয় ৮৬
রাষ্ট্রপতি জিয়া হত্যা ৮৭
লেবানন ট্রেনিং ৯১
এরশাদকে ক্ষমতা গ্রহণের আমন্ত্রণ ৯৩
৮৩-র মধ্য ফেব্রুয়ারিতে ছাত্র হত্যা ৯৪
সেলিম ও দেলোয়ার হত্যা ১০০
দেশদ্রোহী অসভ্য বাহিনী ১০৩
মসজিদ সরিয়ে ফেলুন ১০৪
৮৬-র নির্বাচন ১০৪
এত বড় মাঠ ১০৯
আন্দোলন আন্দোলন খেলা ১১১
ছিয়াশির পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া ১১১
এরশাদ পতন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১১২
এরশাদ পতনে সেনাবাহিনীর ভূমিকা ১১৩
পদত্যাগ নাটক ১১৫
টাকার বিনিময়ে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী ১১৬
জাহানারা ইমাম ও শেখ হাসিনা ১১৭
গোলাম আযম ও শেখ হাসিনা বৈঠক ১১৯
১৯৯২ এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ১২০
ফেরি আটকিয়ে ফেলে রাখা ১২৫
শেখ হাসিনা, গোলাম আযম ২য় বৈঠক ১২৭
নির্বাচন বাতিলের দাবি ১২৮
শেখ হাসিনা এবং মেয়র হানিফ ১৩১

রুমালে গ্লিসারিন ১৩২
আজ আমি বেশি খাব ১৩৩
টাকার ভাগ দিতে হবে ১৩৩
জাহানারা ইমাম মরেছে, আপদ গেছে ১৩৪
শেখ হাসিনার ট্রেনে গুলি ১৩৫
পঞ্চাশ হাজার টাকা এডভান্স ১৩৭
ফুল ছিটানো ১৪০
কুকুর পালা ১৪২
স্বামী-স্ত্রী রাত কাটায়নি ১৪৩
শেখ হাসিনার দেহে আঘাত ১৪৬
অদ্ভুত চরিত্র, কর্ম ও ভাগ্য ১৪৭
রাজাকারের ছেলের সাথে বিয়ে দিব না ১৪৭
সব যান, বের হন ১৫২
এক কোটি সাঁতত্রিশ লক্ষ টাকা ১৫২
নেত্রী এখন নামাজ পড়ছেন ১৫৩
আমার সাথে বেঈমানি করেছে ১৫৪
আমি খাইছি ১৫৫
বঙ্গবন্ধুর ৭৬তম জন্ম উৎসব ১৫৭
ভিডিওটা সুন্দর হতো ১৫৯
শেখ হাসিনাকে মিথ্যে বলা ১৬০
আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্তের গুরুত্ব ১৬১
জনতাকে শান্ত থাকার বক্তৃতা ১৬২
খাতা-কলম, গোলাবারুদ ও দিগম্বর ১৬৪
জেনারেল নাসিমকে ক্ষমতা দখলের প্রস্তাব ১৬৬
পুলিশের লাশ চাই, মিলিটারির লাশ চাই ১৬৭
বেঈমানটা আসছে ১৭০
নায়ক, মন্ত্রী ও জনতার মঞ্চ ১৭১
আজ পিকনিক ১৭২
শেখ হাসিনা–জেনারেল নাসিমের বৈঠক ১৭৪
হিন্দুরা নৌকায় ভোট দেয় ১৭৪
রাজাকারের কাছে আসন বিক্রি ১৭৫
হিন্দুরাই আমার বল-ভরসা ১৭৭
সৈন্য নামানোর নির্দেশ দিয়ে চম্পট ১৭৮
আবু হেনার আগমন ১৮৪
ঐকমত্যের সরকার ১৮৫
রওশন এরশাদের পা ধরা ১৮৭

বোরখাওয়ালিদের সিট ১৮৮
হানিফ এলজিআরডি মন্ত্রী ১৯০
সবার মুখ কালো ১৯০
আমার সাথে বেঈমানি! ১৯১
বেসামাল ১৯২
দুই বোনের ভাগাভাগি ১৯৪
শেয়ার বাজার কেলেংকারি ১৯৬
ওরা ৬ জন মুক্তিযোদ্ধা ১৯৮
ডক্টরেট ডিগ্রি পাওয়া ২০০
প্রথম আমেরিকা সফর ২০১
যুদ্ধ বিমান ক্রয় ২০৪
কাদের সিদ্দিকী বনাম শেখ হাসিনা ২০৫
বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহাম্মেদের রাষ্ট্রপতি হওয়া ২০৯
বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মামলা ২১১
গঙ্গা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ২১৩
ড. মহিউদ্দিন মন্ত্রী ২১৫
অবাঞ্ছিত ঘোষণা ২১৭
দশ টাকার নোটে শেখ মুজিবের ছবি ২২১
পুলিশের গুলিতে কেউ মারা যায়নি ২২২
নেতা ও উপদেষ্টাদের সাথে সম্পর্ক ২২৬
কুত্তার জাত ২২৯
জিল্লুর রহমান সেক্রেটারি ২২৯
টাকা আর লাশ ২৩০
স্বামীর সাথে না থাকা ২৩২
হিন্দুরা কেন আওয়ামী লীগ সমর্থন করে ২৩৭
পাচার ২৩৮
ভ্যাট প্রত্যাহার ২৩৮
খেলা ২৩৯
প্রিয়-অপ্রিয় পছন্দের-অপছন্দের ২৩৯
প্রথম নির্দেশ ২৩৯
কোনো নেতা ছিল না ২৪০
চিন্তাভাবনা ছাড়াই বলা ২৪৬
রাজা-বাদশা, রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী ২৪৬
ওয়াদা ২৪৭
চাচি ভাতিজির কাণ্ড ২৪৮
ইয়েস ম্যাডাম, কারেক্ট ম্যাডাম ২৪৮

কাকে প্রথম সৎ হতে হবে ২৪৯
সুরে সুরে কথা বলা ২৫২
কোনো শিক্ষা নেয়নি ২৫৩
কার কত টাকা ২৫৪
স্বাধীনতা ঘোষণা, দিবস, পতাকা, সংগীত বিতর্ক ২৫৫
৭ই মার্চের ভাষণ : ট্রিমেনডাস কন্ডিশন্যাল স্পিস ২৬২
ধিক শেখ মুজিব ধিক ২৬৫
ডাইরির পাতা ২৬৬
শিক্ষা ২৬৭
মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ২৬৮
আমার, শেখ মুজিবের ও শেখ হাসিনার ফাঁসি ২৬৯
চাই তবে তার আগে ২৭০
উপসংহার ২৭২

১৯৮১ সালের ১৭ই নভেম্বর এই ছবিটি তোলা। ছবিতে দেখা যাচ্ছে (বাঁ থেকে) বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা, 'আমার ফাঁসি চাই' গ্রন্থের লেখক মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টু। মাঝে আওয়ামী লীগের সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা, দৈনিক বাংলার বাণীর নির্বাহী সম্পাদক শফিকুল আজিজ মুকুল।

১৯৮১ সালের ১৭ই নভেম্বর এই দিনে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা উপস্থিত সকলের সামনে মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে তার (শেখ হাসিনার) কনসালটেন্ট ঘোষণা দেন।

৬৯-এর গণআন্দোলন, ৭০-এর নির্বাচন, স্বাধীনতা ঘোষণা, মুক্তিযুদ্ধ, সিরাজ সিকদার হত্যা, একদলীয় শাসন, শেখ মুজিব হত্যা, মোশতাক রাষ্ট্রপতি, জেল হত্যা, ৩রা নভেম্বর অভ্যুত্থান, ৭ই নভেম্বরের সিপাহি বিপ্লব।

১৯৬৯ সাল, বাঙালি বীরোচিত এক সংগ্রামের মাধ্যমে কারাগার থেকে বের করে আনলো বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযোগে পাকিস্তান সরকার এক প্রহসনমূলক বিচার করছিল শেখ মুজিবুর রহমানসহ সামরিক-বেসামরিক-বাঙালি কিছু লোকের। কিন্তু বাংলার মানুষ এই মামলা এবং বিচার গ্রহণ করেনি। শুধু তাই নয়, এই মামলা এবং বিচারের বিরুদ্ধে তীব্র গণআন্দোলন করে বাঙালিরা পাকিস্তান সরকারকে বাধ্য করলো এই মামলা প্রত্যাহার করতে এবং শেখ মুজিবসহ সকল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে। তখন বাংলাদেশ ছিল পাকিস্তানের উপনিবেশ। আমাদের এই দেশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান

স্বাধীনতার পরে এই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সাথে মিলেমিশে যতটুকু জানা যায়। তাহলো, পাকিস্তান যে আমাদের উপনিবেশ বানিয়ে রেখেছিল এবং ধর্মের নামে বাঙালিদের শোষণ করছে এটা তারা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল। ঔপনিবেশিক শোষণ ও বাঙালিদের বিশেষ করে বাঙালি সৈনিকদের বঞ্চিত করার বিষয়গুলো পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বাঙালিদের মধ্যে কানাঘুষা চলছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি সৈনিকরা তাদের প্রাপ্য পাওনা নিয়ে ভাবতে আরম্ভ করেছিল। ঠিক এমনি মুহূর্তে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবসহ সামরিক-বেসামরিক বাঙালিদের গ্রেপ্তার করে ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সাজায়।

এই মামলায় অভিযুক্তরা পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন করবে এই রকম কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত সেই সময় নেয়নি। তবে ক্রমশ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে পড়ছিল। এই মামলায় এমন অভিযুক্তও ছিলেন যিনি কিছুই জানতেন না। শুধু বাঙালি হওয়ার কারণেই মূলত অভিযুক্ত হয়েছিলেন। পাকিস্তান আমাদের অধিকার সচেতনাকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করে দেওয়ার জন্যই এই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সূত্রপাত করেছিল। এমন অনেক অভিযুক্ত ছিলেন যারা ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়ানো ছাড়া শেখ মুজিবকে আর কখনো দেখেননি।

এক প্রত্যুষে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশকে স্বাধীন করে ফেলার এমন কোনো স্পষ্ট পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত অভিযুক্তদের কারোই কখনো ছিল না বলে আগরতলা মামলার প্রায় অভিযুক্তদের কাছ থেকে জানা যায়। অভিযুক্তদের প্রায় সকলেই বলেন, বাঙালিদের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা এবং নির্যাতনের জন্যই মূলত পাকিস্তান সরকার তিলকে তাল বানিয়ে এই আগরতলা মামলা দায়ের করেন।

পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা পাকিস্তানের নির্যাতনের বিরুদ্ধে বীরোচিত গণআন্দোলনের মাধ্যমে শেখ মুজিবসহ অভিযুক্ত সকলকে মুক্ত করে আনে।

১৯৬৯ সালেই ছাত্রনেতা তোফায়েল আহম্মেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক ছাত্র-জনতার বিশাল সভায় শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেওয়া হয়। ১৯৭০ সালে পাকিস্তান সরকার জাতীয় পরিষদ (এমএনএ)-এর এবং প্রাদেশিক পরিষদের (এম পিএ) নির্বাচন ঘোষণা করে।

মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক বামপন্থি রাজনৈতিক নেতা নির্বাচন বর্জনের জোরালো আহ্বান জানান। মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর বক্তব্য ছিল, পাকিস্তানি সরকারের নির্বাচনি ফাঁদে পা না দিয়ে পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার সংগ্রাম শুরু করা উচিত। তাদের স্লোগান ছিল, 'নির্বাচনে লাথি মার, পূর্ব বাংলা স্বাধীন কর।' অপরদিকে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে ছিলেন এবং তিনি জনগণকে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান। জনগণ বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে অভূতপূর্ব সাড়া দিলো। গোটা পূর্ব পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধু এবং তার দল আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচনি জোয়ার বয়ে গেল। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার দল আওয়ামী লীগকে বাঙালিরা পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে মাত্র ২টি আসন ছাড়া বাকি ১৬৭টি আসনে বিজয়ী করলো। মোট ভোটের শতকরা ৯০টি ভোট বঙ্গবন্ধু এবং তার দল পেলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা হলেন। পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের ভাবি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অভিহিতও করলেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুকে প্রধানমন্ত্রীত্ব এবং তার দল আওয়ামী লীগকে পাকিস্তানের ক্ষমতা না দেওয়ার নানান চক্রান্ত শুরু করলেন। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি হলো আগ্নেয়গিরির মতো, বাঙালিরা চরম উৎকণ্ঠিত, উত্তেজিত। রাজপথ মিছিলে মিটিং-এ প্রকম্পিত। ঘরে ঘরে

মানুষে মানুষে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। সমগ্র বাঙালি কেবল তাকিয়ে আছে জাতির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের দিকে। তিনি যা বলছেন চোখের পলকে বাঙালি তাই করছে। ইতিহাসের পাতায় অনেক ইতিহাস দ্রুত গড়িয়ে যাচ্ছে। যেকোনো ধরনের কর্মসূচিতে শুধু শেখ মুজিবের ঘোষণা করতে যতটুকু দেরি–তিনি যেকোনো কর্মসূচি ঘোষণা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ গতিতে বাঙালি তা বাস্তবায়িত করছে। উত্তাল জাতির মুখে শুধু একটি স্লোগান গর্জন করে ফিরছে, 'বাংলাদেশ স্বাধীন কর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর।'

৭ই মার্চের ভাষণ

এরই মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জনতার সভা ডাকলেন। ভোর না হতেই লক্ষ লক্ষ বাঙালি রেসকোর্স ময়দানে সমবেত হলো স্বাধীনতা প্রশ্নে নেতার রায় শোনার জন্য। লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে এসে দাঁড়ালেন জনতার নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেও স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন না। পাকিস্তান সরকারের কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মূলত ৪টি কন্ডিশন বা দাবি দিয়ে তাঁর ভাষণ শেষ করলেন।

বঙ্গবন্ধু বললেন, আমার দাবি মানতে হবে প্রথম, তারপর তিনি বিবেচনা করে দেখবেন অ্যাসেম্বলিতে যাবেন, কি যাবেন না। যদিও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

তারপরও বলা যায় না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭১-এর ৭ই মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। ৭ই মার্চ '৭১ তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেও স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। অজ্ঞাত কারণে তিনি ৭১-এর ৭ই মার্চ পরিষ্কারভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা না করে, স্বাধীনতা ঘোষণা করতে একটুখানি বাকি রাখলেন এবং পাকিস্তান সরকারের উদ্দেশ্যে ৪টি দাবি করলেন। আবার তাঁর এই দাবি মেনে নেওয়ার জন্য পাকিস্তান সরকারকে সুনির্দিষ্ট কোনো সময় সীমাও বেঁধে দিলেন না। তবে তাঁর নির্দেশে যে অসহযোগ আন্দোলন তখন চলছিল তা বজায় রাখার নির্দেশ তিনি দেন এবং সেই সাথে নতুন করে যোগ করলেন খাজনা, ট্যাক্স সব বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ। হরতাল প্রত্যাহার করলেন। স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, কলকারখানা সব বন্ধ ঘোষণা করলেন। মাস শেষে কর্মচারীদের বেতন নিয়ে আসতে বললেন। শিল্পের মালিককে শ্রমিকের বেতন পৌঁছে দিতে বললেন। রেডিও, টেলিভিশন তাঁর সংবাদ পরিবেশন না করলে বাঙালিদের রেডিও টেলিভেশনে যেতে নিষেধ করলেন।